Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা তাহসিন

রোলঃ 216020252

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনিকা তাহসিন

রোলঃ 216020252

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনিকা তাহসিন, আইডিঃ 216020252বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Anika Tahsin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আনিকা তাহসিন

আইডিঃ 216020252

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

শুরুর কথা

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, **"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম"**

চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এতোটুকু বাণীই যথেষ্ট ছিল। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক স্বয়ং নিজে বলছেন পরিসমাপ্তির কথা, সেখানে পরিবর্তন পরিবর্ধন চিন্তাশীল জাতির জন্য অযৌক্তিক। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে উত্তম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। অধিক ক্ষমতাধর প্রাণী হিসেবে এই দুনিয়াতে মানুষের বিচরণ। অথচ এই মানবজাতি আজ নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারার বিকাশ ক্রমশ শিথিল করে নিজেদের নফসের গোলামীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে পুরো পৃথিবী জুড়ে অস্থিতিশিলতা তৈরি করছে।

বিশ্বজুড়ে ধর্মশালা

পুরো বিশ্বে আজ প্রায় ১০,০০০ এরও অধিক ধর্মের অনুসারী মানুষের বসবাস যাদের আমরা প্রত্যক্ষভাবে দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করতে পারি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর অনুসারী যাদের আমরা মুসলিম, ইহুদি এবং নাসারা বলে জানি। এছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং আরও বাকি ধর্মমতের যারা অনুসারী রয়েছেন তারা আরেক ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত। উইকিপিডিয়ার ভাষ্যমতে, বর্তমান বিশ্বে যিশুখ্রিষ্টের অনুসারী মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় ৩১.১%। তারপর ইসলাম ধর্মের অনুসারী ২৪.৯%, হিন্দু ধর্মের অনুসারী ১৫.২%, গৌতম বুদ্ধের অনুসারী ৬.৬% এবং নাস্তিক্যবাদীরা ১৫.৬%। প্রায় ২ বিলিয়নেরও অধিক জনগোষ্ঠী যারা কিনা যিশুখ্রিষ্টের অনুসারী তারা খ্রিষ্টবাদ প্রচার করে যাচ্ছে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও বা পরোক্ষভাবে। এই অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠী আজ সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের ধ্বংসের দোরগোড়ায় নিয়ে যাচ্ছে। হযরত ঈসা

আলাইহিস সালামের আদর্শকে তারা বিকৃত করছে। বহুকাল আগের নাসারারা ছিলেন প্রকৃত ঈসা মাসিহের অনুসারী যা আজ বিলুপ্তপ্রায়। কালক্রমে তাদের আদর্শ, নীতি, কর্মপন্থা পরিবর্তন হয়ে আজকের এই পরিস্থিতি। অথচ ইসলাম আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম যা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয়। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে বহু নবী রাসুল এই ধর্মকে বয়ে নিয়ে এসেছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার ব্যতিক্রম নন। অথচ তার উত্তরসূরিরা আজ ইসলামকে নিয়ে ঘৃণ্য কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম সকলের ধর্ম, এই নিয়ামাত আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলের জন্য নির্ধারণ করেছেন। বরং বর্তমান মুসলিম ধর্মের অনুসারীদের গুরু দায়িত্ব সকলের মাঝে আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত এই ধর্মকে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু আফসোস! এই কাজ করে যাচ্ছে অমুসলিমরা বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদের অনুসারীরা। তারা মিথ্যা বানোয়াট দিয়ে পরিপূর্ণ দাওয়াতি কাজে মুসলিমদের ও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্বজুড়ে মুসলিমবাসিদের এক আত্মা হয়ে কাজ করে যেতে হবে, ইসলামকে এই দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করতে এর বিকল্প আর কিছু নাই।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি

৯১ শতাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত হলেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সকল ধর্মের অনুসারীরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নিজেদের অধিকার এবং সম্মানের সাথে বসবাস করে যাচ্ছে। নাগরিক অধিকার থেকে শুরু করে সরকারী বেসরকারি সব ধরণের কর্মক্ষেত্রে তারা কাজ করছে। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালি জাতি নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। পাশের দেশেও যেখানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে আছে সেখানে বাংলাদেশের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। তবে যত দিন যাচ্ছে মানুষ আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ থেকে শুরু করে নিজেদের আসল সভ্যতা ভুলে যাচ্ছে। এ হচ্ছে শহুরে পরিস্থিতি আর গ্রাম গঞ্জের দিকে তাকালে দেখা যায় আরেক চিত্র। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন অভাবের তাড়নায়, নফসের ধোঁকায় পরে নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিচ্ছে। কিছু আর্থিক

সহায়তার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সরল মানুষদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম ,নীলফামারী থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দারবান, খাগড়াছড়ি কোন দিকেই অমুসলিমরা হাতছাড়া করেনি। নানাবিধ এনজিও এর নামে তারা মানুষকে ঈমানহারা করে ছাড়ছে। এখনই সময় ঘুরে দাঁড়ানোর। এই জাতিকে ধংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলিম সবারই নিজ নিজ জায়গা থেকে কিছু দায়িত্ব আছে যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব আদায় না করলে জবাবদিহিতা অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ তা'আলার আজাব আসার পূর্বেই আমাদের সতর্ক হতে হবে। পূর্ববর্তী কওমের দিকে তাকালেই আমরা আমাদের পরিণতি দেখতে পাই, কিন্তু তারপরও পরিতাপের বিষয় এই যে গুটি কয়েকজন মানুষ ছাড়া সাধারণ মানুষ এখনো সোচ্চার না। কিছুদিন আগেও কোভিড মহামারীতে পুরো দুনিয়া অসহায় হয়ে গিয়েছিল। ভুমিকম্প, বন্যা থেকে শুরু করে আরও কত প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষ কষ্ট করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরকম বহু নমুনা যুগে যুগে মানুষকে দেখিয়ে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কেবল তারাই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে যারা আল্লাহ্'র দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

অমুসলিমদের অপতৎপরতা

যুগে যুগে বহু মুসলিম মনিষী কাজ করে গেছেন অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায়। এখনো করছেন কিন্তু তারপরও তাদের কুটকৌশল থেমে নেই। একের পর এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা তাদের কাজ আদায় করে নিচ্ছে। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা তাদের অর্থ দিয়ে সহায়তা করছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডোনেশন শুধু মাত্র খ্রিষ্টবাদ প্রচারের জন্য ব্যয় করছে যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে। যুগের পর যুগ বহু মিশনারি আয়েশি জীবন ত্যাগ করে ছোট ছোট দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে ঘেরা জায়গায় দিনানিপাত করছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, তারা তাদের বিবেককে কাজে না লাগিয়ে একটা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য জীবনের সমস্ত কিছু বলিদান করে দিচ্ছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টাম্যানটেও যেখানে এক

স্রষ্টার কথা বলা হয় সেখানে তারা ট্রিনিটি (পিতা,পুত্র ও পবিত্র আত্মা- তিনে মিল এক), এক অহেতুক বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে। মডার্ন সাইন্স যেখানে স্রষ্টার উপস্থিতি এখন মেনে নিতে বাধ্য সেখানে যিশু খ্রিস্টের অনুসারীরা অহংকার বশবর্তী হয়ে সত্যকে মানছে না, বরং এই অকাট্য মিথ্যাকে দুনিয়া ব্যাপী প্রচার ও প্রসার চালাচ্ছে অনবরত। হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা যত না সজাগ তাঁর চেয়ে কয়েকশ গুণ বেশি তৎপর ইহুদি-নাসারারা ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে।

মিশনারিদের অপকৌশল

মুসলিমদের মাঝে ধর্ম বিকৃতি ঘটাতে অন্যান্য ধর্ম অনুসারীদের চেয়ে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা বরাবরই অনেক এগিয়ে। এখনকার সময় খ্রিষ্ট সংস্কৃতি এতোটা রঙ্গিন করে মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে দুর্বল নফসের অধিকারীরা খুব সহজেই তাতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাদের এই সিলসিলাহ কেবল এখনকার সময়ের ঘটনা না, এগুলো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খ্রিষ্টান মিশনারিরা যেখানেই গিয়েছে একটি করে স্কুল তারা প্রতিষ্ঠা করেছে, বাচ্চাদের কিতাবাদি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু তারা যোগান দিয়েছে। এছাড়াও ঋণ সুবিধা, হাসপাতাল নির্মাণ ও দুর্যোগ কবলিত এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র বিমোচনকে তারা হাতিয়ার বানিয়েছে। এই সমস্ত কিছুই তারা করেছে একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে, খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের তাগিদে। ১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খ্রিষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করা হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন শ-খানেক খ্রিস্টান ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী ধর্ম প্রচারকরা। তাদের মাঝে অনেকেই ছিলেন বিশ্বের বড় বড় গির্জার যাজক, বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠানের এবং সংস্থার প্রতিনিধি। তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান-গবেষণা এবং বুদ্ধিমত্তার আলোকে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিশ্বব্যাপী সকলের মাঝে বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খ্রিষ্টবাদের চর্চা যদি প্রাথমিকভাবে অনুপ্রবেশ করানো নাও যায় তারপরও তাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলন ঘটানো। এরই

ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় যা তৎপরবর্তী সময়ে একজন প্রসিদ্ধ চরমপন্থি ও উগ্র খ্রিস্টান ধর্মযাজক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের এই অপকর্মের প্রথম ধাপ কতোটা প্রভাব ফেলেছে ৪৬ বছর পরে আজকের বিশ্বে তা আজ আমাদের চোখের সামনে। খ্রিষ্টান মিশনারিরা দাওয়াতি কাজে অনেক বেশি অগ্রসর। তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি বাইবেল দিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মের দাওয়াত দেন না। তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামি পরিভাষা। নিরক্ষর অসহায় মানুষদেরকে তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ধর্মান্তরিত করছে। মুসলিমরা যেহেতু কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে তাই সেই আবেগের জায়গা থেকেই মিশনারিরা তাদের রচিত বই পুস্তকে কুফর মিশ্রিত করে কুরআনের আয়াত সংযোজন করেছে। এমনকি নকল কুরআন শরীফ তৈরি করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না। বিশেষ করে আরব মুসলমানদের চোখে ধুলা দিয়ে তাদের মন মতো শব্দ চয়ন করে আয়াত লিখছে যা শুধুই ব্যাকরণগত ভুল নয়, অর্থগত ভাবেও চরম বিকৃতি। সূরার নাম পরিবর্তন করে খেয়াল খুশি মনে নাম দিচ্ছে যা চরম গর্হিত কাজ। সরলমনা মুসলিমরা এই ফাঁদে পা দিয়ে কখন যে ঈমানহারা হচ্ছে তারা বুঝতেও পারছে না। ইসলামি বইয়ের আদলে তারা নিজেদের রচিত পুস্তকে কুরআনের আয়াতকে বাইবেলের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করছে। এই সব বই এর মোড়ক এতোটাই আকর্ষণীয় যে প্রথম দেখায় বুঝার উপায় নেই এর ভেতরের প্রতারণা। এমনকি নকল ইমাম নিযুক্ত করেও মুসলিমদের প্রতারিত করছে।

দেশের নানান প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ উত্তরবঙ্গ এবং পার্বত্য অঞ্চল গুলোকে টার্গেট করে বহুকাল আগে থেকেই মিশনারিরা তাদের দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশে হাজার হাজার এনজিও গড়ে উঠেছে যার মাঝে কিছু সংখ্যক এখনো সরাসরি মিশনারির কাজে সম্পৃক্ত। কক্সবাজারের মালুমঘাটে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে সাহায্য করেছে। কিছু স্বনামধন্য এনজিও আছে যারা এই অসহায় দরিদ্র মানুষকে সেবা দেয়ার নামে সরাসরি খ্রিষ্টবাদের প্রচার চালাচ্ছে, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নরূপ,

- কারিতাস
- এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি)
- লুথারান মিশন
- দ্বীপশিখা
- সালভেশন আর্মি
- ওয়ার্ল্ড ভিশন
- সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস)
- আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল)
- সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট)
- হিড বাংলাদেশ
- সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট
- চার্চ অফ বাংলাদেশ
- পের ইন্টারন্যাশনাল
- সুইডিশ ফ্রেমিশন
- কনসার্ন
- এডরা
- অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি
- এমসিনি
- ওয়াই. ডব্লিউ. সি.
- ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন
- আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট সহ আরও অনেক সংস্থা

এই সব সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন তরিকায় তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঘোর প্রতিজ্ঞ। তাদের মোট বাজেটের প্রায় ৯০ ভাগ তারা এই দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করে থাকে।

নাস্তিক্যবাদের ঘোর সংশয়

আস্তিক্যবাদ বর্জনই মুলত নাস্তিক্যবাদের সূচনা ঘটায়। বিশ্বাসের উপস্থিতি যুক্তির যাতাকলে পিষিয়ে দিয়ে এই গোষ্ঠী সামনে অগ্রসর হয়। আজকের দিনে সংশয়মুক্ত চিন্তাধারা এবং ধর্ম সমূহের নানান যুক্তি তর্কের আলোকে এই নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটছে। পুরো বিশ্ব পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সুইডেন, জাপান, রাশিয়া সহ আরও অনেক বড় বড় দেশ এখন নাস্তিক্যবাদের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

যদিও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশে বরাবরই নাস্তিক্যবাদীরা সংখ্যালঘু ছিল কিন্ত তাদের প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তির ফলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে আওয়াজ তোলার মতো দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে। মূলত রাশিয়ার কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা এ দেশে নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছে। সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের সঙ্গে হাত ধরে সেকুলারিজমের উৎপত্তি আর এই সেকুলারিজমের হাত ধরেই নাস্তিক্যবাদ বা এইথিজমের উদ্ভব ও আগমন। তরুন কবি দাউদ হায়দারের মতো অসংখ্য নাস্তিক এদেশের আনাচে কানাচে মিথ্যা ছড়িয়ে গিয়েছে অকপটে। ড. আহমদ শরীফ, ড. হুমায়ুন আজাদ নাস্তিক্যবাদের মূল হোতা হিসেবে বহুদিন ধরে কাজ করেছেন। উনাদের কলমের খোঁচায় বহু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। ড. হুমায়ন আজাদের “পাক সার জমিন সাদ বাদ” তেমনই একটি অরুচিকর ইসলাম বিদ্বেষী উপন্যাস। এছাড়াও আরও অনেক বই পুস্তক তারা রচনা করেছেন ইসলামের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে। অনেক বই বাজারে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও আবার চালু করা হয়েছে। নাস্তিকদের এই জঘন্য কাজের সিলসিলাহ এখনো তারা জারি রেখেছে। সম্প্রতি ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ গঠনের পায়তারাও কোন অংশে কম যায় না। দেশ থেকে ধর্মকে বিলীন করার জন্য নানান পরিকল্পনা তারা ‘ইডিআই’ কে কেন্দ্র করে চালু রেখেছে পরোক্ষভাবে। ইকুইটি, ডাইভারসিটি ও ইনক্লুশন নিয়ে তারা সজাগ ভুমিকা পালনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করছে।

মুখোশের আড়ালে কদিয়ানিদের ফাঁদ

কদিয়ানি সম্প্রদায় মূলত নিজেদের “আহমদিয়া মুসলিম জামাত” বলে পরিচয় দেয়। তাদের এই পরিচয়ের আড়ালে আসল রূপ আমাদের সাধারন মুসলিম সমাজে এখনো অজানা যার কারণে পরোক্ষভাবে আমরা তাদেরই পক্ষে কাজ

করে যাচ্ছি যা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারন করছে। তারা ইসলামকে নিজেদের মতো ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্বেষীদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও ইসলামের অন্যতম মূল আকিদা, "হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মানুষের হেদায়েতের জন্য দুনিয়ায় আসা সর্বশেষ নবী, উনার পরে আর কোন নবী প্রেরিত হবেন না," এই কথা মানতে নারাজ। এক হাদিসে আমাদের রাসুল (সঃ) বলেছেন, "আমার ও নবীদের উদাহরণ এমন একটি প্রাসাদ যা খুব সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে, তবে তাতে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দেওয়া হয়েছে। দর্শকবৃন্দ সেই ঘর ঘুরে ফিরে দেখে আর ঘরটির সুন্দর নির্মাণ সত্ত্বেও সেই একটি ইটের খালি জায়গা দেখে আশ্চর্য বোধ করে। আর আমি সেই একটি ইটের খালি জায়গা পূরণ করেছি। আমার দ্বারা সেই প্রাসাদের নির্মাণ পরিসমাপ্ত হয়েছে, আর আমার দ্বারা রাসুলের সিলসিলাহ পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।" এই রকম অসংখ্য হাদিস এমনকি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও গোলাম আহমেদ কদিয়ানিকে নবিরূপে সাব্যস্ত করা কদিয়ানিরা সন্দেহাতীত ভাবে কাফির। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে থাকার কোন অবকাশ নেই। গত ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা তাদের কর্মকাণ্ড কৃতিত্বের সাথে করে যাচ্ছে যেটা মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। মুসলিমদের মৌলিক আকিদাকে অমান্য করে মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হওয়া মুসলিমদের জন্য হুমকি স্বরূপ। বাস্তবিক অর্থে তাদের এই পরিচয়ে সত্যিকার মুসলিমরা বিশেষ করে নওমুসলিমরা বিভ্রান্ত হবেন যেটা কখনোই কাম্য নয়। তারা কিভাবে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে তার কিছু কর্মকাণ্ড উল্লেখ না করলেই নয়।

- কদিয়ানিদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ স্পষ্ট। তারপরও কিছু মানুষ অজ্ঞতার কারণে তাদেরকে হানাফি শাফেয়ি মালেকি কিংবা আহলে হাদিসের মত ভেবে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ঈমান হারিয়ে ফেলেন।
- তাদের রচিত বই পুস্তক পাঠ করে ইসলাম সম্পর্কে ভুল জানা ও মানার অবকাশ থেকে যায়।
- কদিয়ানি ধর্মমতের অনুসারী ব্যাক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে গুনাহ'র খাতা ভারী করা।

- তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ ভেবে সালাত আদায় করে ইবাদাত নষ্ট করা।
- অনেক সাধারন মুসলিম বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও সমাধা করে ফেলেন, অথচ এরূপ বিবাহ কোনভাবেই বৈধ নয়। এই রকম বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে নিজেদেরকে যিনাহের গুনাহগার সাব্যস্ত করা হয়।
- না বুঝে কদিয়ানিদের যাকাত দিয়ে নিজেদের ফরজ যাকাত নষ্ট করে ফেলছেন, সাথে সাথে আরেকজন যোগ্য গরীব মুসলিমের হকও নষ্ট হচ্ছে।

আরও অনেক ফিতনার সম্মুখীন হচ্ছে মুসলিম সমাজ এই কদিয়ানি নামক অমুসলিমদের অবাধ চলাফেরায়। এরা স্বঘোষিত অমুসলিম হয়েও এই দেশে টিকে আছে কারণ তাদের পেছনে মদদ দাতা ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তিরা। ইহুদি খ্রিষ্টানরা শুধু অর্থ দিয়ে নয়, পরামর্শ এবং নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে কদিয়ানিদের বহাল তবিয়তে টিকিয়ে রেখেছে। অনতিবিলম্বে তাদের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা এখন জরুরি হয়ে গিয়েছে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের ভুল

জন্মগত মুসলিম পরিচয়ে বড় হওয়া সন্তানেরা আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত যার অনেক বড় কারণ অজ্ঞতা। আমারা আমাদের ইতিহাস জানি না, আমাদের সংস্কৃতিকে তাই সেকেলে মনে করি। নীতি-নৈতিকতা, বৈধতা শুধুমাত্র মুখের জবানিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কৃতিতে এমনভাবে মিশে যাচ্ছে যে তাদের অনুশোচনাবোধ ও হারিয়ে যাচ্ছে। আভিজাত্যের ফলশ্রুতিতে আমরা পঙ্গু জাতি হিসেবে নিজেদের পুরো পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা চেতনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিদআতি কাজকারবারকে যারাই সমর্থন করছে না তাদেরকে চরমপন্থি, উগ্রবাদী, প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী বলে সম্বোধন করছে। ইসলামকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা এবং অপপ্রচারকে প্রশ্রয় দেয়া কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। ইসলাম মোডারেট ঘরানায় বিশ্বাসী ধর্ম, একে কম করা কিংবা বেশি করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আজকের দিনে আমরা

মুসলিমরা নিজেদের মাঝে ঐক্যতা হারিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে ফেলছি। এমন অনেক অমুসলিম আছেন যারা কিনা কিছুটা হলেও ইসলামের প্রতি নরম তারাও ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছে, তাদের ভয় দূর না করে আমরা তাদের জন্য আরও কঠিন করে দিচ্ছি, আরও দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে দিচ্ছি যা একজন আদর্শ মুসলিমের কাজ হতে পারে না। অমুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে, তাদের মনস্তাত্তিক ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মাজলুমের দিলের ব্যথা না বুঝে মলম লাগিয়ে কোন উপকার সাধন সম্ভব নয়। ইলম অন্বেষণের কাজ করার পাশাপাশি আমাদের উপস্থাপনাকেও আরও জোরদার করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না এটা আমাদের রাসুল (সঃ) এর অসিয়ত।

ইসলামি শিক্ষা কাউন্সিলের এক বিশাল সম্মেলনে হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. একবার বলেছিলেন, “আফসোস! আজ আমরা মাসলাক বা মতবাদের যুদ্ধের মধ্যে পড়ে আছি। আজ আমাদের এই যোগ্যতাকে যদি ইসলামের প্রচার ও তার পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে খরচ করা হতো, তাহলে হিন্দুস্থানে আজ ইসলাম এতো অপরিচিত ও অজ্ঞাত হত না।”

মুসলিম হিসেবে আমাদের করণীয়

ভারতের একটি নামকরা হাসপাতালের চিত্র তুলে ধরছি। লক্ষ লক্ষ কপি বাইবেলের উদ্ধৃতি সম্বলিত বই তারা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করে প্রতিদিন বিতরন করছে। বিশাল বড় হাসপাতালের প্রতিটা কোণায় কোণায় টেলিভিশনের বড় পর্দায় তারা যিশু খ্রিষ্টের বাণী প্রচার করছে ঠিক ঐ ভাষাগুলোকে লক্ষ্য করে যেসব ভাষাভাষী রোগী তারা সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা দিচ্ছেন। ডে-কেয়ারে ঘুরে ঘুরে তারা রোগীর অবস্থা যাচাই করে নানান কলাকৌশল প্রয়োগ করে খ্রিষ্ট ধর্মের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। চিন্তাভাবনা কতোটা গভীর হলে তারা হাসপাতালকে টার্গেট করে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন কাটায়, এই সব মানুষের আবেগকে তারা পুঁজি করে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এগুলো যদিও খুবই সাধারণ পন্থা, তবে সূক্ষ্ম। আরও অনেক বড় পরিসরে তারা

তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর আমাদের বেশীরভাগ মুসলিমের অবস্থা হল আত্মপূজারী, দাম্ভিকতা, মৃত্যুর ভয়, ইসলামের দাওয়াত থেকে উদাসীনতা থেকে শুরু করে নানা রোগে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় যদি আমরা নিজেদের ইসলাহ না করি, কোন পদক্ষেপ না নেই তাহলে অচিরেই ঈমানহারা হয়ে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াবে আমাদের অসহায় মুসলিম ভাইবোনেরা। এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়গুলোর মূলত দুইটা অংশ।

প্রথম অংশ সেই আলোহারা মানুষগুলোর জন্য যারা এখনো ইসলাম সম্পর্কে জানে না, যাদের কাছে ইসলামের নূর এখনো পৌঁছায়নি, ঈমানের স্বাদ থেকে যারা বঞ্চিত, কুফর ও শিরকের আস্তাকুড়ে যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরেছে। আর, দ্বিতীয় অংশ আমাদেরই মুসলিম ভাই বোনেরা যারা ইসলামের ছায়াতলে তো আছে কিন্তু এখনো তার নূর তাদের জীবনকে আলোকিত করতে পারেনি। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাদের সহায়ক ছিল না সঠিকভাবে ইসলাম পালনের, দ্বীনকে আঁকরে ধরে জীবনকে মোকাবিলা করার কিংবা নিজেদের নফসের দুর্বলতায়, অবহেলায় দুনিয়াবি চাকচিক্যে বিভোর হয়ে গেছে তাদের জন্য। এই সব ভাই বোনদের ইসলাহ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ কেননা এই ভাই বোনেরাই যখন ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে, তারাই আরও দশ জনকে নিয়ে প্রজ্বলিত হবে। ইসলাম একা পালনের দ্বীন না, জান্নাত আমাদের একার না। আমরা পুরো পরিবার, পুরো জাতিকে নিয়ে যেতে চাই যা কিনা আমাদের রাসুল (সঃ) এর কর্মপন্থা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এই জাতি তখন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাসুলের সুন্নাহ-কে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

এই জন্য বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া একটি সহজ এবং উত্তম পন্থা। মুসলিম হিসেবে তাই আমাদের প্রথম করণীয়, দাওয়াতি মেহনত আরও বাড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম"

(সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

দাওয়াত শব্দটি কুরআনুল কারিমে ২১৩ বার এসেছে। এর মাধ্যমেই আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। যদিও দাওয়াত শব্দটির আমভাবে ব্যাপক অর্থ রয়েছে তবে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষায় দাওয়াতের মূল হকদার হচ্ছে অমুসলিমরা। দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা জরুরি যা আমাদের মাঠে নামার পর অনেক অনেক সহযোগিতা করবে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।

নিজেদের আখলাকের প্রতি দৃষ্টিআরোপ করা

সাধারণ মুসলিমের তুলনায় একজন দাঈ'র চারিত্রিক গুণাবলির দিকে নজর দেয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথম যেটা আমাদের অবশ্য করণীয় তা হল নিজেদেরকে যাচাই করা। যারা দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করছেন কিংবা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদের মাঝে পরস্পর সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার মানসিকতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মত পার্থক্য থেকে শুরু করে কাজের ধরন সব কিছু নিয়েই বিরোধ তৈরি হচ্ছে যা আমাদের নিজেদের মাঝে মীমাংসা না করে সামনে আগানো কঠিন হয়ে যাবে। ঈমান ও কুফর, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে আমরা শুরু করছি অন্য লড়াই। আরেকজনের কাজের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞ থাকা এবং স্বীকৃতির মানসিকতা আমাদের নিজেদের মাঝে আগে তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষের চরিত্র আলদা, কাজের ধরন আলাদা, তাই প্রতেকের কাছ থেকেই শেখার ও জানার অনেক স্পেইস থাকে যদি আমরা শেখার মানসিকতায় থাকি। কিন্তু নিজেদেরকেই একমাত্র যোগ্য এবং হকের পথে মনে করলে অন্য কারো থেকে গ্রহণ করাটা কঠিন হয়ে যায়। তাই আমাদের নিজেদের নফসের এই ব্যাধি দূর করার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। নিজেদের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতাকে সৎ ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার এর চেয়ে ভালো পন্থা আর নেই। আমেরিকায় অনেক সংঘটন আছে যারা ইসলামের দাওয়াতি কাজে কাজ করেন। একবার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. আমেরিকা সফরে যান। সেখানে তাঁর কিছু হিতাকাঙ্ক্ষীগণ সেখানকার দাওয়াতি কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের

হালত এবং সহযোগিতার অভাব। তখন মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা তুলে ধরেন যার কিছুটা সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হচ্ছে। "দুটি বস্তুকে একত্রিত করার জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। দুটি কাগজকে একত্র করার জন্য যেমন গাম প্রয়োজন তেমনি দুইটি কাঠকে সংযুক্ত করতেও বিশেষ আরেক প্রকারের গাম প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবেই মানুষের অন্তরের সাথে অন্তর জোড়া লাগানোর জন্যও এক প্রকারের গাম আছে। আর তা হল ইখলাস ও আল্লাহ'র সাথে নিবিড় সম্পর্ক। ইখালাস কম থাকার কারণেই কেউ কারো সাথে যুক্ত হতে পারছে না, বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে।" এর থেকে আমাদের নেয়ার আছে অনেক কিছু। নিয়তকে বারে বারে ঝালাই করা এবং পরিপূর্ণ ইখালসের সাথে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা খুব প্রয়োজন। তা ছাড়া কাজের মান যেমন খারাপ হতে থাকে ঠিক সেই সাথে লক্ষ্যে পৌঁছানো মুশকিল হয়ে যায়। ইখলাসের মাপকাঠি হল দ্বীনের খেদমত করা প্রতিটা ব্যক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভূতি নিজের অন্তরে তৈরি হওয়া। প্রতিহিংসা ঝেড়ে ফেলে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। অন্যের সাথে মিলে কাজ করবে এবং অন্যের পেছনে পেছনে থাকার মন মানসিকতা তৈরি করবে। সবাই যদি সামনে থাকতে চায় তাহলে কারো পক্ষেই সামনে থাকা সম্ভব না। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর ভাষ্যমতে, প্রত্যেকেই অনুসরণীয় হতে চায়, তাহলে অনুসারী আসবে কোথা থেকে।" এর জন্য নিজেকে অনুসারী বানাতে হবে, তাহলেই একই ময়দানে কাজ করা সম্ভব।

এছাড়াও দাওয়াতি মাঠে প্রচুর ধৈর্য এবং সাহসের প্রয়োজন। মাদ'উর মন মানসিকতা বুঝে আগানোর জন্য চাই বিনয় এবং দৃঢ়তা। ধৈর্য ও ত্যাগ ছাড়া দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দেয়া এক প্রকার অসম্ভব।

ইলম অন্বেষণ

ইলম তথা শরিয়তের জ্ঞান একজন দাঈ'র অমূল্য সম্পদ। শরিয়তের জ্ঞান ছাড়া দ্বীনের খেদমতে মাঠে নামা সাঁতার ছাড়া নদীতে নামার শামিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

"বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্'র দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি অংশীবাদিদের অন্তর্ভুক্ত নই।"
(সূরা ইউসুফ আয়াত ১০৮)
ইলম ছাড়া তাকওয়া আল্লাহ্‌ভীতি কাজ করে না। তাকওয়ার সৌন্দর্য্য হল একজন দাঈ'র জন্য পাথেয় এবং দাওয়াতের মাঠের সমস্ত সমস্যার সমাধান। এই জন্য দাঈ'র জন্য জরুরি যে সে প্রয়োজনমাফিক জ্ঞানের অধিকারী হবে, সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা বিশুদ্ধ আকিদা, পবিত্র সুন্নত ও সিরাতুন্নবীতে সুসজ্জিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাই এরশাদ করেছেন,
"আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্'র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।"
(সূরা বাকারাহ আয়াত নাম্বার ১৯৭)

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন

বর্তমান যুগে ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন বিশেষ করে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জন একটি অন্যতম হাতিয়ার। এখন ইন্টারনেটের যুগ, প্রযুক্তির যুগ। ইসলামের জ্ঞানের পাশাপাশি প্রযুক্তির জ্ঞান থাকা এবং সেগুলোকে হিকমাহ অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারাটাও এক ধরণের যোগ্যতা। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা অনেকাংশে এদিক দিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে যার কারণে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ডোনেশন তোলা থেকে শুরু করে সাইবার হ্যাকিং সমস্ত কিছু তারা নিমিষে করে ফেলছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তারা এই দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করছে। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা তাদের সহায়তা করে যাচ্ছে হোক তারা কোন ধর্মের অনুসারী কিংবা নাস্তিক। আমাদের সেই জায়গাটা এখনো তৈরি হয়নি যা আমাদের দাওয়াতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরক্ষর মানুষের মাঝে যেরকম দাওয়াহ প্রয়োজন ঠিক তেমনি শহুরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আরও বেশি প্রয়োজন। নামে মাত্র মুসলিম হয়ে যে ধরণের ঘৃণিত কাজে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে তা থেকে তাদের ইসলাহ করার গুরুত্ব অনেক। আর তাদের দাওয়াহ তাদের ভাষায়ই দিতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, কিন্তু তার জন্য

অনেক অনেক অভিনব পন্থা আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে, যার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু নাই। প্রযুক্তি আমাদের থেকে যতই কেড়ে নিক, দিয়েছে আমাদের বহুগুণ। এই প্রযুক্তিকে সঠিক উপায়ে কাজে লাগিয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে। অনলাইন অফলাইন উভয় দিকে কার্যক্রম চালু রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ্ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ্ উত্তম কৌশলকারী।

(সূরা আলে ইমরান আয়াত ৫৪)

বিনিময়ের আশা ছাড়াই পরোপকারী মনোভাব

দাঈ'র নিয়ত থাকবে একদম সুস্পষ্ট। কোন ধরণের রিয়া মনোভাব তো দুরের কথা দাওয়াতি ময়দানের জন্য করা সকল সেক্রিফাইস কেবল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হতে হবে। এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার পর যা কিছু জীবন থেকে ছুটে যাবে তাঁর বিনিময় কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই তোলা রাখা। কোন রকম আশা ছাড়াই যখন এই কাজে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করা যাবে তখনই এর আসল উদ্দেশ্য স্থির থাকবে। দুনিয়াবি জীবন কেবল মাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য যা কিনা পরকালের সাথে তুলনা করলে একটি সকাল কিংবা সন্ধ্যার ন্যায়। আর তাই সেই পরকালের সফলতাকেই দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

"হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না, আমার মজুরি তাঁরই কাছে যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, তবুও তোমরা কেন বোঝ না?"

(সূরা হুদ আয়াত ৫১)

উপস্থিত জ্ঞান

দাঈ'র জন্য জরুরি যে সে উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হবে। শ্রোতার জ্ঞান, মানসিকতা ও তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান কাল পাত্র বুঝে কাজ করবে। একজন

কৃষকের জন্য দাওয়াহ'র ভয়েজ এবং একজন সাইন্টিস্টের জন্য দাওয়াহ'র ভয়েজ কখনোই এক হবে না। দুইজনের জন্য তরিকা হবে সম্পূর্ণ আলাদা, যার জন্য প্রচুর হিকমাহ প্রয়োজন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "তুমি যদি কোন জাতির মানসিক যোগ্যতার উপর কথা বলো, তাহলে তাদের মধ্যে অনেকেই ফিতনায় পতিত হয়ে যাবে।"

মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন উত্তমরূপে জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়"

(সূরা নাহল আয়াত ১২৫)

নফসের মুহাসাবা

সর্বদা নিজের নফসের মুহাসাবা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এই কাজের জন্য। আমাদের নফস দুর্বল, একে শক্ত হাতে প্রতিহত করার মানসিকতা না থাকলে আমরা যেকোন সময় পিছলে যেতে পারি। তাই অন্যকে বুঝানোর পাশাপাশি সর্বদা নিজের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোনভাবেই আমরা জোয়ারে ভেসে না যাই।

দু'আর বিকল্প নেই

দু'আ মুমিনের হাতিয়ার। দু'আর উসিলায় আল্লাহ্ তা'আলা অকল্পনীয়ভাবে আমাদের কাজ সমাধা করে দিতে পারে তা হয়তো আমাদের অজানা নয় তারপরও আমরা অনেক সময় দু'আকে সেভাবে গুরুত্ব দেই না। অথচ দু'আ ছাড়া দাওয়াহ কাজ করে না। মুসলিম মাত্রই আল্লাহ'র কাছে সাহায্য চাইবে, কারণে অকারনে চাইবে। সবসময় সহজতার দু'আ করবে। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মুমিন কখনো হতাশ হয় না, চেষ্টার সাথে সাথে অনবরত দু'আ চাইতে থাকা সেই কাজকে আরও সহজ করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা চাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এর চেয়ে পরম আশীর্বাদ আর কি আছে! যিনি চাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন তিনিই দেয়ার মালিক। তাই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ'র কাছে চাইতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিয়ত সম্পর্কে অবগত আছেন, আমাদের ফিকির

সম্পর্কেও তিনি জানেন। অতএব তিনি আমাদের নিরাশ করতে চান না, শুধু তার কাছে চাইতে হবে অসহায় ব্যাকুল হৃদয় দিয়ে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

নিজের পরিবারের পরে শিশুরা সব চেয়ে বেশি শিক্ষা নেয় তাদের শিক্ষকদের কাছে। তাই শিক্ষক পারে তার ছাত্র ছাত্রীদের মৌলিক বিশ্বাসের জায়গাটা মজবুত করতে। তাই দাওয়াতি কাজের জন্য প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগ হতে পারে কার্যকরী পদক্ষেপ। সেই সাথে স্কুলের শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দাওয়াতি চিন্তাধারা রাখে এমন শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, সেই সাথে তাদের পর্যাপ্ত ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় দুনিয়াবি শিক্ষার পাশাপাশি যেন ধর্মীয় আদর্শ বহাল থাকে সেজন্য সকল দরকারি ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ছোটবেলায় যদি তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করে দেয়া যায় তাহলে বড় হওয়ার পর তারা তাদের নিজের তাগিদেই ইলম পিপাসু হবে। সেই জন্য ভিত্তিটা তৈরি করে দেয়া প্রয়োজন। শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলিমদের হেয়ালিপনার একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে বয়স্ক জনগোষ্ঠী। অনেকে ঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেন না, ইসলামের সাধারণ ফিকহি জ্ঞান ও তারা রাখেন না। এই ধরণের মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করা অনেক সহজ তাই এই সকল মানুষকে ইসলাহ করার জন্য বয়স্ক স্কুলের ব্যবস্থা করা উচিৎ যেখানে সহজ দুনিয়াবি শিক্ষার সাথে ইসলামের মৌলিক সকল জ্ঞান এবং আমলের কৌশল শিখানো হবে। দ্বীনের প্রতি দরদ শিখাতে হবে, আখিরাত সম্পর্কে পূর্ণ ইলম দান করতে হবে যাতে মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে তারা ভাবতে শিখে।

সামাজিক দক্ষতা ও যোগাযোগ স্থাপন

এখন কথা হচ্ছে অমুসলিমরা তো কুরআন পড়ে না, কিন্তু আমরা তো জানি আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। তাহলে এই বার্তা তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব কি আমাদের

না? কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্যই হলো, সকল মানুষের হেদায়াত। তাই কুরআনের বাণী যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব সেই প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

উত্তম জাতি হওয়ার জন্য মোটামোটি তিনটি শর্তকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা যায়।
০১। সৎ কাজের আদেশ
০২। অসৎ কাজের নিষেধ
০৩। আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান আনা।

এই তিনটি শর্ত যদি আমরা পালন না করে থাকি তাহলে অতি আবশ্যকীয় ভাবে আমাদের চিন্তার সময় এসেছে। ইসলামের দাওয়াহ ও তাবলিগে সময় দেয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুতি করতে হবে। এটা এখন সময়ের দাবি, মানবতার দাবি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, বোধশক্তি দিয়েছেন, আমরা কিভাবে এভাবে হেলায় সময় কাটিয়ে দিতে পারি যেখানে আমাদের অনেক কাছের লোকজন, আমাদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, কলিগ, পাড়া-প্রতিবেশি যাদের সাথে আমাদের নিয়মিত উঠাবসা, তারা এখনো ইসলাম থেকে দূরে? হয়তো তাদের কাছে এখনো ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছায়নি, এই দায়িত্ব কি তাহলে আমাদের না? আমরা আল্লাহ'র কাছে কি জবাব দিবো, আমরা তো দাওয়াতের হক ঠিকভাবে আদায় করিনি। দাওয়াত পাওয়া তো তাদের অধিকার, গ্রহণ করা না করা তাদের এখতিয়ার। একবার আমাদের রাসুল (সঃ) খুবই মনকষ্টে ছিলেন যে লোকেরা কেন ইসলামকে মানতে পারছে না। তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা উনাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন এভাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,
"তারা ঈমান আনছে না এই দুঃখে হয়তো তুমি নিজের জীবন শেষ করেও দেবে"
(সূরা আশ শু'আরা আয়াত ০৩)

আমাদের দায়িত্ব শুধু তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া, এখন তাদের অন্তর যদি তালাবদ্ধ থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য হেদায়াত না লিখে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। তবে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের আচরণ যেন তাদের ইসলাম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ না হয়। রাগ হতাশা এক ক্রোশ দূরে ঠেলে চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা আল্লহ'র পথে এক ধাপ এগিয়ে, আমরা ভালো মুসলিম এই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, নাহলে অহমিকা আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। আমাদের আচরনে ফুটে উঠবে রুঢ়তা, যা কখনোই দাওয়াতের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের আচরণও এক ধরণের দাওয়াহ। আমরা কি করছি, কিভাবে করছি এগুলো সমস্ত কিছুই মাদ'উ কে ভাবাবে ইসলাম সম্পর্কে। তাই আমাদের আচরণ-উচ্চারণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। যথাসম্ভব বিনয়ের সাথে, ধৈর্যের সাথে দরদ মাখা কণ্ঠে বুঝাতে হবে কেন ইসলামের ছায়াতলেই প্রকৃত মুক্তির পথ।

নওমুসলিমদের সমস্যা সমাধান

ইতিহাস বলে যখনই কেউ অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তখনই তাকে তার পূর্ববর্তী পরিবার, সমাজ, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করেছে। পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সকল দিক থেকেই অসহায় বেসামাল অবস্থায় থাকে। তাদের ইসলামের প্রতি ত্যাগ আমাদের চেয়ে অনেকাংশে বেশি তাই আমাদের উচিত তাদের এই কঠিন সময়ে তাদের সব ধরণের সাহায্য নিশ্চিত করা। প্রথমত তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়া, সেই সাথে দৈনন্দিন আমল শিখানো এবং সেগুলোতে অভ্যস্ত করে তোলা, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করা, প্রয়োজন হলে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি তাদেরকে নিজের পরিবার মনে করে সকল ধরণের সহায়তা জারি রাখতে হবে। তারা এই সমস্ত কিছুরই হকদার।

আমাদের কোন অবহেলার জন্য যেন কোন মুসলিম মুরতাদ হয়ে না যায়, সেই জন্য আমাদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

বিশ্বজগৎে নিজের আইডেন্টিটি স্থির করা

এখন সময়টাই এরকম যে কোন একটা স্টেটমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করা বিশ্ববাসীর সামনে অনেকটা ম্যানডেটরি। এখন সবাই ঘটনার কনটেক্সট বুঝতে চায়, কে বলছে কেন বলছে তাঁর ইতিহাস নিয়ে উৎসুক জনতা সচেষ্ট থাকে। তাই সমাজে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করা সময়ের দাবি হয়ে গিয়েছে। কোন একটা ভালো কিছু আমরা মেনে নিতে পারি না যতক্ষণ না তা আমাদের গণ্ডির ভেতর থাকে। তাই আমরা মুসলিমরা অনেকটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগতে থাকি। এ থেকে আমাদের নিজেরদেরই উঠে আসতে হবে যদি বিশ্ব দরবারে কোন কিছু দাড়া করাতে চাই। আত্ম-সমালোচনা, নিজের ডেইলি কার্যকলাপের উপর নিজেই নিজেকে মার্ক করা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বেটার মুসলিম হতে সাহায্য করে, আমাদের কনফিডেন্সকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই যেকোন ভালো কাজের নিয়তের পাশাপাশি আমাদের নিজেদের উন্নতি নিয়ে ভাবতে হবে। নিজে যতক্ষন মানসিকভাবে সুস্থ থাকবো আশেপাশের সমস্ত কিছু পরিবর্তন করা সহজ হবে। দাওয়াতি কাজেও এর বিকল্প নেই।

কদিয়ানিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান

কদিয়ানিদের তৎপরতা বন্ধে সামাজিক ও বাণিজ্যিক ভাবে তাদের পণ্য বয়কট করার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সুপার শপ থেকে শুরু করে মুদির দোকান সব জায়গায় তাদের পণ্যের ছড়াছড়ি। আমরা মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত তাদের পণ্য ক্রয় করে তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে সেই অর্থ ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছি। এদেশে খুব কম মানুষই আছেন যারা প্রাণ কিংবা আরএফএলের প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন না। অথচ এই সমস্ত প্রোডাক্ট স্পষ্টত কদিয়ানিদের। আরও অনেক আছে যা আমাদের অজানা। সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা, নিজে সচেতন হওয়া, আশেপাশের মানুষকে সচেতন করা এগুলো আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। কি খাচ্ছি,

কি ব্যবহার করছি, তার পেছনে ইতিহাস কি কিছুই আমরা না জেনে অন্ধের মতো জীবনযাপন করছি যা একজন আদর্শ নীতিবান মুসলিমের সাথে মানানসই না। আমাদের জীবনব্যবস্থায় আরও সচেতনতা জরুরি। অন্যান্য অনেক মুসলিম দেশে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছে যেখানে আমরা এখনো ব্যর্থ। মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা ওআইসি'র (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স) সিদ্ধান্তের উপর আস্থা দেখিয়ে ওআইসি'র সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের ও উচিৎ অনতিবিলম্বে কদিয়ানিদের "অমুসলিম সংখ্যালঘু" ঘোষণা করা এবং তাদের ইসলামি পরিভাষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যা এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিডিয়ার দ্বারস্থ

বর্তমান এই যুগে কোন কিছুর দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়া অনেক ভালো কাজ করে। যেকোনো কিছু আলোর বেগে ছড়িয়ে যায়। এর যেমন অনেক খারাপ দিক আছে তেমনি কিছু ক্ষেত্রে ভালো দিক ও আছে। তাই আমাদের মুসলিমদের ও উচিৎ মিডিয়ার উত্তম ব্যবহার করা। ইসলামকে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দারুন ভুমিকা রাখতে পারে ইসলামি কোন সংবাদপত্র কিংবা ম্যাগাজিন। এগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করার নানা টেকনিক আমরা কাজে লাগাতে পারি যা এক কথায় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

সারসংক্ষেপ

দুনিয়াবি জীবনে সফল হতে হলে এবং ইহকালিন ও পরকালিন জীবনে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অচিরেই তাওবা করে তাঁরই কাছে ফিরে আসতে হবে, নিজেদের ইসলাহ করতে হবে, অমুসলিমদের সামনে সত্য প্রকাশ করতে হবে। মহান রবের প্রতিটা হুকুম আহকামকে মেনে নিয়ে আমল বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারকে দুনিয়াবি জীবনের পাথেয় মনে করে চলতে হবে, তাহলেই বিজয় আসবে। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

“তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারতো, আর তাদের কান শুনতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং বুকের ভেতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ।”

(সূরা হাজ্জ আয়াত ৪৬)

আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুক। আমিন ইয়া রব।

রেফারেন্স

ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েবসাইট এবং আর্টিকেল

বাইবেলগেইটওয়েডটকম

দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাত ও ইসলাহ- মুফতি জুবায়ের আহমেদ হাফিযাহুল্লাহ

দাওয়াতের ফিকির ও আমলের ময়দান- মাওলানা কালীম সিদ্দিকি দা.বা.

দাওয়াত সম্পর্কিত চল্লিশ হাদিস- মুফতি যুবায়ের আহমেদ

মুসলিম বিশ্বের ইহুদি খ্রিষ্টানদের মরণ ছোবল- মুফতি মিযানুর রহমান কাসেমী

পবিত্র কুরআন ও বাইবেল